সর্বোচ্চ ৩১.০°
সর্বনিম্ন ২০.৭°
জলপাইগুড়ি
বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৮৪ শতাংশ
শুক্রবারের পূর্বাভাস ঃ মেঘলা আকাশ, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

আমার শহর
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১২ অক্টোবর ২০১৮ তেরো

আর বাকি ৩ দিন

এটিএমে চুরির পর টনক নড়েছে পুলিশের

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। –সংবাদচিত্র

তদন্তে এল ফরেন্সিক দল

জলপাইগুড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন এটিএমে চুরির ঘটনার তদন্তে এল ফরেন্সিক দল। বৃহস্পতিবার দলটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। পাশাপাশি সিআইডি এবং পুলিশও পারস্পরিক সমন্বয় বজায় রেখে তদন্ত চালাচ্ছে। অপরদিকে, এটিএমের ভেতরে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্কটি থেকে ভিডিয়ো ফুটেজ পেতে মরিয়া সিআইডি এবং পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ। ডিলিট হয়ে যাওয়া ফাইল রাতের মধ্যে ফিরে পাওয়া যেতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

সোমবার গভীর রাতে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ৭৩ মোড় এলাকায় একটি এটিএমে মেশিন ভেঙে চুরি যায় ১৫ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। দুষ্কৃতীরা এটিএমের ভল্ট ভাঙতে ব্যবহার করেছিল গ্যাস কাটার যন্ত্র। ঘটনার পর দুষ্কৃতীরা এটিমএম মেশিনের ভেতরে থাকা হার্ডডিস্ক হ্যাক করে সেখানে থাকা সিসিটিভির সমস্ত ফুটেজ ডিলিট করে দিয়েছে। যেকারণেই ঘটনার তদন্তে নেমে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে বেগ পেতে হচ্ছে পুলিশকে। ঘটনার ৭২ ঘণ্টা কেটে গেলেও, কোনো দুষ্কৃতী গ্রেফতার না হলেও তদন্ত সঠিক পথেই যাচ্ছে বলে দাবি পুলিশের। এদিন দুপুরে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের তিন সদস্যের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসে। তারা ভাঙা এটিএম মেশিনটি ভালোভাবে পরীক্ষা করার পাশাপাশি আশপাশের এলাকা পরিদর্শন করে। এটিএম মেশিন ভাঙতে কী ধরনের গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে বা গ্যাস ছাড়াও অন্য কোনো কেমিক্যাল বা অ্যাসিড ব্যবহার করেছে কিনা দুষ্কৃতীরা তা খতিয়ে দেখে। এটিএম কাউন্টারের ভেতর থকে বেশকিছু নমুনা সংগ্রহ করে তারা। ফরেন্সিক দলটি নমুনা সংগ্রহের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাও বলে। সেই সঙ্গে এই ঘটনার তদন্তের স্বার্থে পুলিশ এবং সিআইডি–কে বেশকিছু পরামর্শ দিয়ে যায়। অপরদিকে, বেশকিছু বিষয় নিয়ে এটিএম পরিসেবার দায়িত্বে থাকা বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে ফরেন্সিক তদন্তকারী দলের প্রতিনিধিরা। এদিন পরিদর্শন শেষে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ চিত্রাক্ষর সরকার এবং নতুন ঘটক বলেন, 'আমরা এখান থেকে কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছি। যা দেখতে পেলাম তাতে মনে হচ্ছে, মেশিন ভাঙার জন্য গ্যাস কাটার ব্যবহার করা হয়েছিল। আমরা এটিএম পরিসেবার দায়িত্বে থাকা সংস্থাকে বলেছি যাতে মেশিনের সফটওয়্যার সংক্রান্ত নিরাপত্তা আরও বাড়ানো যায়, যাতে খুব সহজে কেউ কোনো কিছু মুছে ফেলতে না পারে। তাছাড়া এটিএমের বাইরে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগাতে বলা হয়েছে। পুলিশ এবং সিআইডি–কেও তাদের তদন্তের স্বার্থে কিছু পরামর্শ দিয়েছি। বাকি রিপোর্ট আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।' জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি বলেন, 'এদিন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা এসেছেন। তাঁরা তাদের মতো করে তদন্ত করছেন। আমাদের তদন্ত সঠিক পথেই যাচ্ছে। সিআইডিও আমাদের সাহায্যে করছে। আমরা সকলের সঙ্গে সমন্বয় রেখে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি খুব শীঘ্রই এই ঘটনার মূল অভিযুক্তরা গ্রেফতার হবে।'

MOULIN ROCK
CASUALS
SHIRTS from ₹795/-
TROUSERS from ₹995/-

সিসিটিভি ক্যামেরা মেরামত শুরু

সৌরভ দেব ● জলপাইগুড়ি

১১ অক্টোবর ঃ শহরজুড়ে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়েছিল পুলিশ ও পুরসভা। সেগুলি দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে পুলিশ। কিন্তু নিয়মিত নজরদারির অভাবে বেশকিছু ক্যামেরা কিছুদিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। সম্প্রতি ৭৩ মোড়ের একটি এটিএমে চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে সিসিটিভি ক্যামেরা খারাপের বিষয়টি নজরে আসে পুলিশের। ৭৩ মোড় এলাকার ক্যামেরাটি খারাপ থাকার কারণে ওই দিনের কোনো ফুটেজ পাওয়া যায়নি। ঘটনার পর যদি সিসিটিভির ফুটেজ না পাওয়া যায়, তাহলে ঘটা করে শহরজুড়ে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে কেন, এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। সেই সঙ্গে শহরের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এদিকে, সিসিটিভি ক্যামেরা বিকলের বিষয়টি নজরে আসতেই পুজোর আগেই তা মেরামতির নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ সুপার। বৃহস্পতিবার থেকেই শহরজুড়ে সিসিটিভি ক্যামেরা মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে।

গত বছর পুজোর আগে জলপাইগুড়ি পুরসভার তরফে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় এবং জনবহুল এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়। সেই সময় প্রায় ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় মোট ১২৮টি ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল পুরসভার তরফে, যার জন্য খরচ হয়েছিল প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। ক্যামেরাগুলি চালু করবার পর সেগুলির দেখভাল এবং মনিটরিং সিস্টেমের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পুলিশ প্রশাসনকে। পুলিশের জেলা কনট্রোলরুম থেকে যাতে সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরায় একযোগে নজর রাখা যায় তার ব্যবস্থা করা রয়েছে। অপরদিকে,

> শহর এবং শহরতলি এলাকাজুড়ে যত সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে তার ৪০ শতাংশ থেকেই কোনো ছবি পুলিশের কনট্রোল রুম পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। তথ্যপ্রযুক্তির কিছু গোলমালের জেরেই এই সমস্যা হচ্ছে। প্রতিটি ক্যামেরার পরিষ্কার ছবি যাতে কনট্রোল রুম পর্যন্ত পৌঁছায় সেই ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

গতবছর পুজোর আগে পুলিশ প্রশাসনের তরফেও বেশকিছু জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল। শহরে ঢোকার মূল প্রবেশদ্বার পাহাড়পুর মোড়, গোশালা মোড়, আসাম মোড় এবং ৭৩ মোড় এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়েছিল পুলিশ। কিছুদিন ভালোভাবে চলার পর চলতি বর্ষার মরশুম থেকে খারাপ হতে শুরু করে বেশকিছু ক্যামেরা। আবার বেশকিছু ক্যামেরার মুখ ঝোড়ো হাওয়াতে কোনোটি আকাশের দিকে আবার কোনোটি রাস্তার থেকে বাইরের দিকে সরে গিয়েছে। যে কারণে তাতে যা রেকর্ডিং হচ্ছে তা অপ্রয়োজনীয়। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, শহর এবং শহরতলি এলাকাজুড়ে যত সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে তার ৪০ শতাংশ থেকেই কোনো ছবি পুলিশের কনট্রোলরুম পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। তথ্যপ্রযুক্তির কিছু গোলমালের জেরেই এই সমস্যা হচ্ছে। পাশাপাশি বর্ষার মরশুমের কারণে বেশকিছু ক্যামেরা খারাপ হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি ৭৩ মোড় এলাকার এটিএমে চুরির তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, ওই এলাকার ক্যামেরাটি কাজ করছে না। যে কারণে সেখান থেকে কোনো ছবি পাওয়া যায়নি। এরপরই শহরের বাকি বিকল ক্যামেরাগুলির বিষয়ে টনক নড়ে পুলিশের। শহরবাসী বলছেন, ৭৩ মোড় শহরের প্রবেশ এবং বেরিয়ে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। শহরে বড়ো কোনো নাশকতা হলে দুষ্কৃতীদের ওই রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরা থাকার পরও যদি তা থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া না যায় তাহলে তার গুরুত্ব কতটা ? পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি বলেন, 'আমি শহর এবং শহরতলি এলাকার সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরা ভালো করে পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছি। প্রতিটি ক্যামেরার পরিষ্কার ছবি যাতে কনট্রোলরুম পর্যন্ত পৌঁছায় সেই ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।'

বৃষ্টির ভ্রূকুটিতে চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন মৃৎশিল্পীরা। স্থায়ী জায়গা না থাকায় তৈরি প্রতিমা কোথায় রাখবেন সেই চিন্তায় ঘুম উড়েছে তাঁদের। অন্যদিকে, বৃষ্টি নামলে প্রতিমা কীভাবে মণ্ডপে পৌঁছাবে সেই চিন্তা তাড়া করছে পুজো উদ্যোক্তাদেরও। তাই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মণ্ডপে পৌঁছে যাচ্ছে প্রতিমা। জলপাইগুড়ি কদমতলা সর্বজনীনে ছবিটি তুলেছেন সমীর।

কোথায় কয়লাখনি, খুঁজল ধূপগুড়ি

ধূপগুড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ দুয়ারে হাজির বাঙালির সবচাইতে বড়ো পার্বণ দুর্গাপুজো, যাকে ঘিরে এখন উৎসবের মেজাজ চারদিকে। তার মধ্যে দিনেরবেলায় না হলেও একটু রাত থেকে সকাল পর্যন্ত বেশ ভালোই ঠান্ডার আমেজ মিলতে শুরু করেছে ডুয়ার্সজুড়ে। দুর্গাপুজো ঘিরে এমনিতেই চারদিকে একটা সাজোসাজো ভাব। কোন পুজোয় সেরা প্যান্ডেল, কোথায় আলোর চমক নজর কাড়ছে তা নিয়ে আলোচনা চলছে সর্বত্র। এরমধ্যে বৃহস্পতিবারের শীতমাখা সকালে ধূপগুড়িবাসী ঘুম ভেঙে দেখল এমন কিছু যা হয়তো স্বাভাবিকভাবেই অচেনা। এমনিতে এই প্রচার সর্বস্ব যুগে প্রতিদিন নিত্যনিতুন স্টাইলে প্রচারের চমক নিয়ে হাজির হরেক সংস্থা। তবে, এদিন সকালে শহরের আনাচেকানাচে যে পোস্টার দেখল ধূপগুড়ি তা একটু আশ্চর্যের বইকি। এই কারণেই এদিন সকাল হতেই চায়ের ঠেক থেকে মাছ বাজার এমনকি ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা তুঙ্গে উঠল। শহরজুড়ে দেয়ালে সেঁটে দেওয়া 'ধূপগুড়িতে কয়লার খনি পাওয়া গেছে' লেখা পোস্টার দেখে। প্রাথমিকভাবে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কে বা কারা যেন বুধবার রাতের অন্ধকারে শহরজুড়ে আনাচেকানাচে সেঁটে গিয়েছে এই সাদা–কালো পোস্টার। শহরজুড়ে চলা জল্পনার উৎস সন্ধানে গিয়ে জানা গেল, আসলে ধূপগুড়ির একটি কালীপুজো কমিটির তরফে এবারের থিম ভাবনার প্রচার করতেই এই অভিনব পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। এমনিতেই বিগ বাজেটের কালীপুজোর জন্য নাম রয়েছে ধূপগুড়ির। সুদৃশ্য পুজোমণ্ডপের পাশাপাশি বরাবরই কিছু পুজো কমিটি কালীপুজোয় চমক দেয় তাদের থিম ভাবনায়। এবারে বৈরাতিগুড়ি সর্বজনীন কালীপুজো কমিটি তাদের ৬৪তম শ্যামাপুজোর থিম হিসেবে বেছে নিয়েছে 'কয়লাখনি'–কে। দুর্গাপুজোর আগে থেকেই সেই থিম ভাবনার প্রচার চমকের মোড়কে পুরতেই এমন ভাবনা, জানালেন উদ্যোক্তারা। পুজো কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পিনাকী দেসরকার বলেন, 'দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আমাদের অভিনব থিম ভাবনা এবং প্রস্তুতি দেখতে আসে প্রতি বছর। গত বছর আমরা বানিয়েছিলাম বরফের দেশ। এবারে আমরা গড়ে তুলব আস্ত একটা কয়লাখনি। এবারের থিম ভাবনা সাজিয়েছেন কলকাতার শিল্পী সত্যজিৎ সরকার, যা গড়ে তুলবেন আমাদেরই দুই সদস্য অমিত সরকার এবং বাবলু রায়। কয়লাখনির ভেতরের পরিবেশ, সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা ফুটিয়ে তুলতে থিমের সঙ্গে থাকবে বিশিষ্ট মৃৎশিল্পী কণ্ঠেশ্বর বর্মনের গড়া মডেল। দুর্গাষষ্ঠীর দিনে আমরা এবারের থিম গড়ার কাজ শুরু করতে চলেছি। যে আশা নিয়ে রাতের অন্ধকারে আমাদের সদস্যরা শহরজুড়ে পোস্টার লাগিয়েছিলেন, তাতে সকল মানুষের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ায় আমরা আশা করব, এবারেও আমাদের থিম সকলের নজর কাড়বে।

বিছানা থেকে উদ্ধার গোখরো

ধূপগুড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ বাড়ির সবাই রাতের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ টিভি দেখে মাঝরাতে শুতে গিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনতে পেলেন। আর তাতেই হাড়হিম হওয়ার জোগাড় ধূপগুড়ি পুর এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের রেজিস্ট্রি অফিসপাড়ার বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক সুবোধ মল্লিক ও তাঁর পরিবারের। মহিলারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেও সুবোধবাবু খুঁজতে গিয়ে দেখেন, বিছানার কোনায় ফণা তুলে বসে রয়েছে একটি গোখরো। ঘরে থাকা কার্বলিক অ্যাসিড ছড়ানো থেকে শুকনো লংকা পোড়ানো, বাদ দেননি কিছুই। কিন্তু কাজের কাজ না হওয়ায় সাপটিকে উদ্ধার করতে ডাক পড়ে সর্পবিদ মিন্টু চৌধুরির। তিনি গিয়ে খাটের তোশকের নীচ থেকে সাড়ে পাঁচ ফুট গোখরোটি উদ্ধার করেন। বিছানার তলায় মিলেছে সাপের খোলসও। ফলে সাপটি দীর্ঘ সময় ধরেই সেখানে ছিল বলে অনুমান। আরেকটি ঘটনায় বুধবার রাত দুটো নাগাদ ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার রাজেশ শা'র ঘর থেকে একটি ঘরচিতি সাপ উদ্ধার করেন মিন্টুবাবু। বৃহস্পতিবার সাপ দুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিন্নাগুড়ি বনবিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরছে পুলিশ

মালবাজার, ১১ অক্টোবর ঃ মালবাজার পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন শুরু করল পুলিশ আধিকারিকরা। পুজোর জন্য সরকারি অনুদানের চেক পুজো কমিটিগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশি নিরপত্তাব্যবস্থা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি দর্শনার্থীদের চলাচলের পথ সুগম রাখার বিষয়েও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাশিস চক্রবর্তী, মাল থানার ওসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য প্রমুখ বৃহস্পতিবার বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন করেন। তাঁরা পুজোমণ্ডপে ঢোকা ও বের হওয়ার ব্যবস্থা, পুলিশ মোতায়েনের জায়গা, স্বেচ্ছাসেবকদের উপস্থিতি, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় খতিয়ে দেখেন। দেবাশিসবাবু বলেন, 'মাল থানা এলাকায় ৬৭টি দুর্গাপুজো কমিটির জন্য আর্থিক অনুদান এসেছে। আমরা বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ ঘুরছি। অনুদান বাবদ চেকও প্রদান করা হচ্ছে। পুজোমণ্ডপগুলির নির্মাণশৈলী খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা জোরদার রাখতে বলা হচ্ছে।'

পুজোর উদ্বোধনে গৌতম–রবি

ধূপগুড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়ার সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি দক্ষিণায়ণ ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের পুজোর উদ্বোধনের মাধ্যমে ধূপগুড়িতে দুর্গোৎসবের ঢাকে কাঠি পড়ল। এদিন সন্ধ্যায় পুজোর উদ্বোধন করেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ধূপগুড়ির বিধায়ক মিতালী রায় সহ পুরকর্তারা এবং বাংলা টেলি সিরিয়াল তারকা সঞ্চারী মণ্ডল, সংগীত তিওয়ারি প্রমুখ। এবারে তাদের ৫০ বছর পূর্তিতে দক্ষিণায়ণ ক্লাবের পুজোর থিম ৪০ লক্ষ টাকা বাজেটের শিবের সন্ধানে হৃষিকেশ ধামে। ফাইবার ও থার্মোকল দিয়ে ১২০ ফুট চওড়া এবং ৯৫ ফুট উঁচু পুজোমণ্ডপ নির্মাণ করেছেন নৈহাটির শিল্পীরা। উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের বিশেষ থিমসং গেয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ক্লাব সম্পাদক বাপ্পা পাল বলেন, 'গত পঞ্চাশ বছরে ক্লাবের যে সব সদস্য ও দরদিদের আমরা হারিয়েছি, আগামী কদিন আমরা তাঁদের স্মরণ করব।'

মুক্তাঙ্গনের আগমনি

জলপাইগুড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ সম্প্রতি মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীর উদ্যোগে জলপাইগুড়ির রাজবাড়িদিঘি প্রাঙ্গণে আগমনি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সংগঠনের সদস্যরা 'শক্তিরূপেণ সংস্থিতা' প্রযোজনাটি সবার সামনে তুলে ধরেন। মধুস্মিতা সরকারের পাশাপাশি রিদম ডান্স অ্যাকাডেমি, নৃত্য বিতান, উড়ান ডান্স ট্রুপের শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত নৃত্যানুষ্ঠান সকলের মন ভরায়। অলিভিয়া ঘোষ আবৃত্তি পরিবেশন করেন। মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত রিনা ভারতী নির্দেশিত নাটক 'ব্যাধি' এদিন মঞ্চস্থ হয়। শ্রাবণ সরকার ও আশিস সরকার লোকসংগীত পরিবেশন করেন। মৌসুমি কুণ্ডু সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন। অনুষ্ঠানে চোখে পড়ার মতোই ভিড় ছিল।

ষষ্ঠীতে নয়, পঞ্চমীতেই দেবীর বোধন

মাঝে আর একদিন।। প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ততা রামকৃষ্ণ মিশনে।
ছবি ঃ জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ ষষ্ঠীতে নয়, পঞ্চমীতেই হবে দেবীর বোধন – এটাই রামকৃষ্ণ মিশনের পুজোর নির্ঘণ্ট। রবিবার সন্ধ্যারতির পর বোধনের পুজো হবে। সোমবার ষষ্ঠীতে সকাল সাড়ে ছয়টায় দেবীর আমন্ত্রণ এবং অধিবাস হবে। মহাষ্টমীতে হবে কুমারীপুজো, যার প্রস্তুতি নিয়ে এখন ব্যস্ততা তুঙ্গে। পুজোর জন্য জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন চত্বরেই তৈরি করা হয়েছে বিশালাকার প্যান্ডেল।

জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের ঐতিহ্যবাহী পুজো এবার ৫৮ বছরে পড়ল। ১৯৬১ সালে মিশনে প্রথম দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। জলপাইগুড়ি তো বটেই, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ মিশনের পুজো দেখতে প্রতিবছর এখানে আসেন। জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শিবপ্রেমানন্দ মহারাজ জানান, বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে মিশনে পুজো হবে। ছয়দিন ধরে পুজো চলবে। জন্মাষ্টমী তিথিতে কাঠামোপুজোর মধ্য দিয়ে মিশনের প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিমা তৈরির কাজ করেছেন মৃৎশিল্পী কৃষ্ণ পাল। দীর্ঘ ৪২ বছর ধরে এই শিল্পী মিশনের প্রতিমা তৈরি করছেন। প্রতিবছরের মতো এবারও পুজো করবেন জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী সৌম্য চৈতন্য। তন্ত্রধারক হিসাবে এসেছেন বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের স্বামী সত্য ধর্মানন্দ। চণ্ডীপাঠ করবেন পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী লোকানন্দ। দশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জন হবে রামকৃষ্ণ মিশনের নিজস্ব পুকুরে। ওই দিন 'জাগো মা দুর্গা' নামে বিশেষ অনুষ্ঠান করবেন মিশনের ভক্তবৃন্দ।

জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের কুমারীপুজো দেখতে অষ্টমীর দিন গড়ে ২০ হাজার মানুষ সমবেত হন। দর্শনার্থীরা যাতে ভালোভাবে কুমারীপুজো দেখতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিয়েছে মিশন কর্তৃপক্ষ। তারা জানিয়েছে, ওইদিন সকাল সাড়ে নয়টায় কুমারীপুজো হবে। নবমীতে হোম হবে। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে রামকৃষ্ণ মিশনে আগত দর্শনার্থীদের প্রসাদ দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, পুজোকে সামনে রেখে জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি নেপাল সীমান্তে দুস্থদের ২ হাজার শাড়ি এবং ২ হাজার ধুতি দিয়েছে।